পৃষ্ঠা ২ কলাম

সিলেটের এমসি কলেজে সংঘর্ষ

অস্ত্রধারীদের 'নির্দেশনায়' ছিলেন ছাত্রলীগের সেই নেতা!

৮ জুলাই ২০১২ সিলেটের এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে আগুন দেওয়ার পর ছাত্রলীগের সেই আলোচিত মিছিলে সামনের সারিতে জাহাঙ্গীর (গোল চিহ্নিত) ● ছবি : প্রথম আলো

১৯ মে ২০১৩ দুই পক্ষের সংঘর্ষ চলাকালে ক্যাম্পাসে সেই জাহাঙ্গীর (গোল চিহ্নিত)। তাঁর পেছনে অস্ত্রধারী একজন ও ব্যাগ হাতে আরেকজন ● ছবি : প্রথম আলো

সেই ছাত্রলীগ নেতা

সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সেই নেতা জাহাঙ্গীর আলম আবার আলোচনায়। অভিযোগ উঠেছে, গত রোববার প্রতিপক্ষকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করতে একজন বহিরাগত অস্ত্রধারীকে নিয়ে ক্যাম্পাসে যান তিনি। এই নেতা গত বছরের ৮ জুলাই এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে আগুন দেওয়ার পর ছাত্রলীগের আলোচিত মিছিলে সামনের সারিতে ছিলেন

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ২

উজ্জ্বল মেহেদী, সিলেট ●

সিলেটের এমসি কলেজে গত রোববার ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় অস্ত্রধারীদের সাবেক নেতারা 'নির্দেশনা' দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। একাধিক আলোকচিত্র ও ভিডিও ফুটেজ দেখে এমন একজনকে চিহ্নিত করা গেছে। তিনি হলেন জেলা ছাত্রলীগের বিগত কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম। গত ৮ জুলাই কলেজ ছাত্রাবাসে আগুন দেওয়ার পর ছাত্রলীগের আলোচিত সেই বিক্ষোভ মিছিলে সামনের সারিতে ছিলেন তিনি।

আলোকচিত্র ও ভিডিও ফুটেজ দেখে পুলিশ গতকাল সোমবার থেকে অস্ত্রধারী ও তাঁদের 'নির্দেশনা' দেওয়া নেতাদের শনাক্ত করতে মাঠে নেমেছে। মহানগর পুলিশের কমিশনার নিবাস চন্দ্র মাঝি প্রথম আলোকে বলেন, 'একজন উপকমিশনারসহ পুলিশের কয়েকটি দপ্তর তদন্তে নেমেছে। অস্ত্রধারী শনাক্ত ও অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' গতকাল বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ছবি ছাপা হয়, যাতে দেখা যায় যে গত রোববার সংঘর্ষের আগে কালো হেলমেট পরা অস্ত্রধারী এবং তাঁর সঙ্গে অস্ত্রের ব্যাগ বহনকারী দুজনকে নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকছেন জাহাঙ্গীর আলমসহ ছাত্রলীগের সাবেক পাঁচজন নেতা। গত বছরের ৮ জুলাই এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে আগুন দেওয়ার পর ছাত্রলীগের আলোচিত মিছিলে সামনের সারিতে ছিলেন জাহাঙ্গীর। ছাত্রাবাসের ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের দায়ের করা দুটি মামলায় তিনি আসামি।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, কলেজের ক্যাম্পাস থেকে জেলা ছাত্রলীগের বরখাস্ত হওয়া সভাপতি পংকজ পুরকায়স্থ ও তাঁর সমর্থকদের বিতাড়িত করতে জেলা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিরন মাহমুদের পক্ষে একজন বহিরাগত অস্ত্রধারী ও তাঁকে সহযোগিতার জন্য ছাত্রলীগের এক কর্মীকে নিয়ে জাহাঙ্গীর ক্যাম্পাসে ঢোকেন। অস্ত্রধারী যুবক নগরের মেজরটিলা এলাকার আবদুল হান্নান। আর ছাত্রলীগের কর্মী হলেন মিঠু তালুকদার। এই দুজনকে নিয়ে জাহাঙ্গীর অনেকটা পথ দেখানোর ভূমিকায় ক্যাম্পাসে ঢোকেন।

জাহাঙ্গীর জানান, ওই দুজন হলেন হান্নান ও মিঠু। দুজনের সশস্ত্র অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার হাতে তো কিছু ছিল না, পেছনে কারা ছিল জানি না।'

জাহাঙ্গীর অভিযোগ করেন, 'বরখাস্ত হওয়া সভাপতি সশস্ত্র ডাকাত ও হেরোইন ব্যবসায়ীদের নিয়ে ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকেছিলেন। আমরা সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে ক্যাম্পাসের পবিত্রতা রক্ষায় ও সংগঠনের স্বার্থে প্রতিরোধ করেছি মাত্র।' তিনি বলেন, 'আপনারা তো এক দিকের ছবি দেখেছেন। অন্য দিকের অবস্থা দেখলে আমাদের নিয়ে কথা বলার অবকাশ থাকত না।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, রোববার অস্ত্রধারীকে নিয়ে জাহাঙ্গীরসহ ছাত্রলীগের সাবেক যেসব নেতা কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই একসময় একই পক্ষের ছিলেন। ছাত্রলীগের জেলা সভাপতির পদ থেকে পংকজকে কেন্দ্র থেকে বরখাস্ত করার পর তাঁদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়।

এমসি কলেজে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্পের কাজ চলাকালে গত ২০ জানুয়ারি পংকজ আগাম বিলের টাকা দাবি করে একজন প্রকৌশলীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। এ ঘটনায় কেন্দ্র থেকে তাঁকে সভাপতির পদ থেকে বহিষ্কার করে জেলার সহসভাপতি হিরন মাহমুদকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করা হয়। রোববারের সশস্ত্র সংঘর্ষ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার জানামতে, ছাত্রলীগের কেউ অস্ত্র ধরেনি। বহিরাগত কেউ ছাত্রলীগের নাম ভাঙিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়াতে পারে।' তবে এ বিষয়ে জানতে পংকজের মুঠোফোনে কয়েক দফা চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।